সংবাদ

তারিখ ০৭ FEB ২০১৬
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

অনশনরত শিক্ষার্থীদের হামলার তদন্ত শেষ হয়নি এক বছরেও

তপন কুমার, রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ডরমেটরি ও সংকট নিরসনে অনশনরত শিক্ষার্থীদের উপর মধ্যরাতে অতর্কিত হামলার এক বছরেও তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে পারেনি গঠিত তদন্ত কমিটি। ৭দিনের মধ্যে ঘটনার কারণ অনুসন্ধান, দোষী ব্যক্তিদের চিহ্নতকরণ ও ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তিরোধে করণীয় বিষয়ে সুপারিশসহ প্রতিবেদন জমা দেয়ার কথা থাকলেও এক বছর পার হলেও প্রতিবেদন জমা দেয়া তো দূরের কথা উল্টো সমন্বয়হীনতায় কাজই শুরু করেনি ওই কমিটি। অনেকটা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে তদন্তের কাজ। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বুকে কালো রাত নামে খ্যাত ৪ ফেব্রুয়ারি মধ্যরাতে মুখোশধারী দুর্বৃত্তদের হামলায় জড়িত সন্ত্রাসীরা আজও ধরাছোঁয়ার বাইরে। অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের হামলার চিৎকার শুনে এগিয়ে আসা হামলার স্বীকার আহত দুই শিক্ষকদের মধ্যে মো: তারিকুল ইসলাম বাদী হয়ে দায়েরকৃত মামলাও চলছে কচ্ছপ গতিতে।

জানা যায়, ২০১৫ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৪টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুলিশ ফাঁড়ির সামনে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ব্যানারে চলমান সংকট নিরসন, হল, ক্যাফেটেরিয়া চালুকরণ ও দ্রুত ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণসহ ৮ দফা দাবিতে আমরণ অনশন শুরু করেন কিছু শিক্ষার্থী। রাত ৯টার পর থেকেই তাঁদের আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ানোর হুমকি দিতে থাকে উপাচার্যপন্থী বিভিন্ন মহল। এ অবস্থায় তারা পুলিশ ও প্রক্টরের কাছে নিরাপত্তা চাইলে তারা তা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। রাত সোয়া ১২টার দিকে কিছু মুখোশধারী দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাদের ওপর হামলা চালায়। হামলা শুরুর সাথে সাথেই ক্যাম্পাসের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। ঘটনাটি পুলিশ ক্যাম্পের সামনে হওয়ায় একটু দূরে পুলিশ সদস্যরা দাঁড়িয়ে থাকলেও তারা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছিল সেই রাতে। শিক্ষার্থীদের চিৎকার শুনে দুই শিক্ষক তারিকুল ইসলাম ও মোস্তাফিজুর রহমান রিপন ডরমিটরি থেকে বের হয়ে আসা মাত্র তাদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায় দুর্বৃত্তরা। এতে ওই ২ শিক্ষকসহ কমপক্ষে ১৫ জন শিক্ষার্থী আহত হয়।

ঘটনার পরের দিন ৫ ফেব্রুয়ারি বিকালে সাবেক প্রক্টর ড. নাজমুল হককে আহ্বায়ক, ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আলী রায়হান সরকার ও সহকারী প্রক্টর সিরাজ-উদ-দৌলাকে সদস্য করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে কমিটিকে আগামী সাত দিনের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের তদারকি না থাকা এবং কমিটির খাম-খেয়ালিপনায় আজও আশার আলো দেখেনি হামলার তদন্ত কাজ।

হামলায় গুরুতর আহত এবং অনশনকারী শিক্ষার্থী মো: শাহাজাহান আলী তদন্ত নিয়ে হতাশা প্রকাশ করে বলেন, এই হামলার তদন্ত আদৌ সম্ভব নয়। হামলাকারীরা যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের মদতে এই হামলা ঘটিয়েছে তা স্পষ্ট। তাই কার বিরূদ্ধে তদন্ত করবে?

তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে কমিটির আহ্বায়ক ড. নাজমুল হকের চেম্বারে বৃহস্পতিবার সকালে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে মন্তব্য নিতে গেলে, তিনি এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করতে রাজি হননি।

অন্যদিকে এ ঘটনায় আহত শিক্ষক তারিকুল ইসলাম বাদী হয়ে রংপুর কোতোয়ালি থানায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর নামে একটি মামলা দায়ের করলেও সেই মামলারও আজও কোন সুরাহা হয়নি বলে জানিয়েছেন বাদী। মামলার হাল অনেকটাই ছেড়ে দিয়েছেন বাদী তারিকুল ইসলাম।